44

আ: কাগজ

তারিখ ... ২১.১.৯২

পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ১

শ্রেণী প্রাপ্তির আনন্দে ও অহঙ্কারে একজন শিক্ষক বিভোর থাকলেই ভালো শিক্ষকের প্রাপ্তিযোগ তার ঘটে না, সেজন্যে দরকার পৃথক বোধ, নতুন প্রস্তুতি, যা পরেরই ঘটনা।

আর পাস ফেলের হার? হরিপদ বাবু বোধকরি জানেন না, প্রশাসনিক হম্বিতম্বি ও পরীক্ষা কেন্দ্র বহাল রাখার সদুদ্দেশ্যে গ্রামীণ পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতেই এখন পরীক্ষা-নামক ব্যাপারটি নির্দয়ভাবে বর্তমান, যা আপনার প্রিয় ভূমি (!) শহরের কেন্দ্রগুলো থেকে অনেক আগেই বিদায় নিয়েছে। গরীব বাবা মায়ের নরম ছেলে-মেয়েরা পরীক্ষাই দেয়, ছুরি, চাকু দেখায় না; শহরের কেন্দ্রগুলোতে প্রায়শঃই যা পরীক্ষার উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার কথা পত্রিকায় জানা যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনাতো লেখকই জানেন। শহরের কেন্দ্রগুলোতে প্রশাসনিক কর্মকর্তারা ঢুকতেই ভয় পান সম্ভ্রব হানির ভয়ে। যেখানে গ্রামের কেন্দ্রগুলোর বহিষ্কার নিয়মিত ডাল ভাতের ঘটনা। হরিপদ বাবুর তথ্য ভ্রান্তি নিরসনের উদ্দেশ্যেই বলি, কম পাস করলেই কেন্দ্রে পরীক্ষা ভালো হয়েছে এটা ধরে নেয়া যায়। আর পড়াশুনা হলে পরীক্ষায় যতো কড়াকড়িই হোক না কেন পাসের হার কম হবে কেন- এই প্রশ্ন যদি করেন তবে তার উত্তর আরও মর্মান্তিক। কোনও খাতায় যদি ভালো লেখা চোখে পড়ে এবং পরীক্ষক হিসেবে, এই মুহূর্তে, আপনার ভ্রান্তি দূরীভূত হওয়ার পূর্বেই আপনি যদি ঘাম ঘাম এলার্জী নিয়ে সেই খাতা দেখেন, নিশ্চয়ই সমাধান টানবেন প্রচুর নকলবাজির নিশ্চয়তায়। এই ঘটনা ঘটেছে প্রায়ই, কয়েকটি বাস্তব ঘটনা ব্যক্তিগতভাবে আমারই জানা।

৩। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর অহঙ্কার বোধ করি লেখকেরও রয়েছে। তাই সুযোগ পেয়েই তিনি এ বিষয়েও বিষোদগার করতে ছাড়েননি।

পিএইচডি করাটা বিরাট কিছু নয়, লেখকের এই মতের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করি না, তবে সংযোজন করতে চাই- আজকাল প্রথম শ্রেণী ও বিভাগীয় শিক্ষক-তোষণ ও লাইনবাজির সর্বোচ্চ কৃতিত্বের ওপর বড় বেশি নির্ভরশীল। এনিয়ে খুব একটা গর্ব করার কিছু নেই। দ্বিতীয় শ্রেণী পেলেই তার পিএইচডি অর্বাচীন, এমন ঔদ্ধত্যপূর্ণ চিন্তা-চেতনা আশা করি লেখক আর ব্যক্ত করবেন না।

৪। "মাসে দশ টাকা বেতন দিয়ে ছাত্ররা Karl Marx শিখছে কিংবা বারো টাকা বেতন দিয়ে আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব $E\text{-}MC^2$ শিখছে। শিক্ষা কি এতই সস্তা?" লেখকের এই উক্তি বাংলাদেশের সমাজ, বাস্তবতাকে অস্বীকার করার ঘৃণ্যতম পরাকাষ্ঠা। শিক্ষাজগত কি মাছের বাজার যে বেশি ভালো জিনিস পেতে বেশি দাম দিতে হবে! স্বৈরাচারী এরশাদও বোধকরি এতো উর্বর গণস্বার্থবিরোধী মনোভাব প্রকাশ বা পোষণে সাহসী হতো না!

লেখালেখি যে কারো ব্যক্তিস্বাধীনতার অঙ্গীভূত। তবে তা প্রকাশের কথা ভাবলে দৈনিক বাস্তবতা, প্রাসঙ্গিক উপযোগিতা ও তার নৈতিক ভিত্তির বিষয়গুলোর কথা লেখককে অবশ্যই ভাবতে হবে। হরিপদ বাবুর অনেক লেখাই ভাল লেগেছে। তবে বক্ষমান লেখাটি তৈরির সময়ে এ জাতীয় মতিভ্রম তার কেন হয়েছিলো, ভেবে অবাক হই।

হাফিজুর রহমান
প্রভাষক, বাংলা
আযম খান কমার্স কলেজ,
খুলনা।